দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 28 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস

শিক্ষা সংকোচনের জন্য এ বিল

—বিএনপি

১২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ঃ গতকাল জাতীয় সংসদে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল ১৯৯৮ পাস হয়েছে। সংশোধনীসহ বিলটি পাস হয়। শিক্ষামন্ত্রী এ এম এইচ কে সাদেক বিলটি পাসের জন্য উত্থাপন করেন। বিএনপি

দলীয় সদস্যরা বিলটি জনমত যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব দিয়ে বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে একটি স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষা সংকোচের জন্যই তারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কড়াকড়ি আরোপের লক্ষ্যে এ বিল এনেছে। বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিলের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা সংকোচন নয়, বরং শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এবং এমন ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে শিক্ষিত হয়ে গড়ে ওঠতে পারে সে জন্যই এ বিল আনা হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন, নতুন ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের একটি শিক্ষা নীতি প্রণীত হয়েছে।

এই সংসদে আলোচনা করেই তা গৃহীত হবে। এই বিল পাসের মধ্য দিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য

ব্যাংকে পাঁচ কোটি টাকা রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পাঁচ একর জমি থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ১৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২টির কোন কার্যক্রমই নেই।

বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও বক্তব্য রাখেন বিএনপি দলীয় সদস্য মতিউর রহমান, শহীদুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম প্রামানিক, জিয়াউল হক জিয়া, অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, আলমগীর কবির, নাজিমউদ্দিন আলম, শাহ আবুল হোসাইন, হেলালুজ্জামান, তালুকদার লালু, আবদুল মান্নান, শামসুজ্জামান দুদু, আখতার হামিদ সিদ্দিকী, আবুল কালাম আজাদ, খালেকুজ্জামান প্রমুখ। পরে কণ্ঠভোটে জনমত যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব নাচক হয়ে যায়। বিলটির বিভিন্ন ধারায় সংশোধনী আনেন বিএনপি'র ২০ জন সদস্য। বক্তারা বলেন, নামকীর্তনের রাজনীতি এ সরকারকে যে কোথায় নিয়ে যাবে তা সময়ই বলবে। তারা বলেন, প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভারতে ৬০ হাজার বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং ছাত্ররা যাতে বিদেশে চলে না যায় সেজন্যই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী সহজ-সরল করতে হবে।

পরে বিএনপি'র মশিউর রহমানের একটি সংশোধনী গ্রহণ এবং কণ্ঠভোটে বিলটি পাস হয়।